190 দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 OCT 1991 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সন্ত্রাস দমনে কঠোর ব্যবস্থা নিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত রোববার দুটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে দুজন ছাত্র নিহত ও দশজন আহত হওয়ার ব্যাপার এক উদ্বেগজনক ও শোকাবহ ঘটনা। বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টে ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয়েছে যে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের (শা–অ) মধ্যে সংঘটিত এই সংঘর্ষে নিহতদের দুজনই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অনেক শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানেও সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনা নতুন না হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত রোববারের উল্লিখিত সশস্ত্র সংঘর্ষ ও আড়াই ঘন্টাব্যাপী বন্দুক যুদ্ধের এবং শোকাবহ ঘটনার পর পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ কর্তৃক ক্যাম্পাসে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারী এবং সব হলে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য তল্লাশী চালানো পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও সন্ত্রাসকবলিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবিলম্বে সন্ত্রাসমুক্ত করার জরুরী প্রয়োজনীয়তাই তুলে ধরেছে। ইতিমধ্যেই সন্ত্রাসের কারণে দেশের শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে। ছাত্র–অভিভাবক নিমজ্জিত হয়েছেন চরম হতাশায়। ছাত্র সংঘর্ষ, সন্ত্রাস ও এমন শোকাবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ হোক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত হোক, সমগ্র জাতি বেদনাহত ও উদ্বিগ্নচিত্তে আজ এটাই কামনা করছে।

সন্ত্রাস এবং শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন ছাত্র–সংগঠন, গ্রুপ ও প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ কোন নতুন ব্যাপার না হলেও এবং অতীতের স্বৈরাচারী আমলের জের হিসাবে সৃষ্ট সন্ত্রাস এতকাল ব্যাপকতা লাভ করলেও, এটাই প্রত্যাশিত ছিল যে, দেশে গণতন্ত্রের বিজয় এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অবস্থা ও পরিস্থিতির ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন ঘটবে, এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও পরমতসহিষ্ণুতার বিকাশের ফলে সন্ত্রাস ও শিক্ষাঙ্গনে সশস্ত্র ছাত্র সংঘর্ষের পুনরাবৃত্তি এবং শোকাবহ পরিণতি ঘটবে না; মতপার্থক্য, রাজনৈতিক ও আদর্শগত বিরোধ, সাংগঠনিক সমস্যা ইত্যাদি সত্ত্বেও, সহনশীলতার মনোভাব সর্বক্ষেত্রেই সমাধানের পথ দেখাবে। সন্ত্রাস দমন ও শিক্ষাঙ্গনে সশস্ত্র সংঘর্ষ রোধ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক ও অভিভাবক শ্রেণী, সমাজের সচেতন সব মানুষ ও সরকারের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যেই সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবে, এটাই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সন্ত্রাস দমন ও শিক্ষাঙ্গনে সংঘর্ষ রোধের জন্য সর্বমহলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নেয়া এবং গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানানোর পরও, গত রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এমন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হল। বস্তুতঃ এই ঘটনা এমন মর্মন্তুদ যে এতে নিহত ও আহতদের জন্য শোক এবং সমবেদনা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

জনগণের নির্বাচিত বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সন্ত্রাস দমন ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারীও উচ্চারিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক ও অভিভাবক–শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী মহলসহ সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন। দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষই সন্ত্রাস ও শিক্ষাঙ্গনে সংঘর্ষের বিরুদ্ধে সোচ্চার। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক ও অভিভাবক শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী মহলসহ সবাই সন্ত্রাস নির্মূলের দাবীতে উচ্চকণ্ঠ। আমরাও এ ব্যাপারে সবার সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ ও সরকারের কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর কম গুরুত্ব আরোপ করিনি। কিন্তু সকলই যেন একরূপ অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়েছে। তবুও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত রোববারের সশস্ত্র ছাত্র সংঘর্ষ ও শোকাবহ ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সম্পূর্ণ অস্ত্রমুক্তকরণ, কোন সন্ত্রাসী ও অস্ত্রশস্ত্র যাতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা নেয়া এবং শক্তহাতে সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। ইতিমধ্যেই সন্ত্রাসকবলিত শিক্ষাঙ্গনে, শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর এবং জাতির মারাত্মক ক্ষতিসাধিত হয়ে গেছে। এই প্রেক্ষিতে সমাজ ও শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত করা এবং সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে সরকার কঠোর কার্যকর ব্যবস্থা নিলে তা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সর্বমহল ও জনগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।